গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৬ বর্ষ : ২য় সংখ্যা ॥ এপ্রিল-জুন ২০১৯

থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বার্ড সফর এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতসহ উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম মিজানুর রহমান

গত ১৮ জুন, ২০১৯ থাইল্যান্ডের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বার্ড সফর করেন। সফর কালে প্রতিনিধি দল বার্ডের লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পভুক্ত দক্ষিণ বিজয়পুর ও দুতিয়াপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত থাইল্যান্ডের ডেজিগনেটেড রাষ্ট্রদুত জনাব অরুনরাং ফোথং হামফ্রে, থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সির মহাপরিচালক জনাব পাত্তারাত হংটং, চাইপাতানা ফাউন্ডেশনের উপ মহাসচিব এপিচাট জংস্কাল সহ থাইল্যান্ড পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। এ সময় বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান, সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম সারোয়ার, লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো.শফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা সহ বার্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকাস্থ সিরডাপে Seminar on Research Highlights-২০১৯ অনুষ্ঠিত

বার্ডের উদ্যোগে গত ১২ মে ২০১৯ তারিখে ঢাকাস্থ সিরডাপে Seminar on Research Highlights-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এতে বার্ডের সাম্প্রতিক সময়ে সমাপ্ত ৬টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ৫২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব এবং বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার। সেমিনারটি পরিচালনা করেন ড. আবদুল করিম, যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা), বার্ড এবং সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব নেওয়াজ আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বার্ড।

Seminar on Research Highlights-২০১৯ শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড

বার্ডে ৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব, রেক্টর (বিপিএটিসি) ড. এম আসলাম আলম

গত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছয় মাসব্যাপী এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব ও বিপিএটিসি-এর রেক্টর ড. এম আসলাম আলম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কর্মজীবনের শুরুতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তিনি দেশের উন্নয়ন ও সেবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে আহবান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর। এ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড। তিনি কোর্সের সার্বিক বিষয় প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করেন। কোর্সটিতে সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে বেগম ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, উপ পরিচালক এবং বেগম আফরীন খান, উপ পরিচালক, বার্ড। এছাড়া, সহকারী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে জনাব মোঃ সালেহ আহমেদ এবং জনাব আবদুল্লা-আল-মামুন, সহকারী পরিচালক, বার্ড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের অনুষদবৃন্দসহ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ৯৬ জন কর্মকর্তা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

গত ২০ জুন, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা পর্যায়ের ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকাস্থ বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ৯ম কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বার্ডের অংশগ্রহণ

গত ০৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ৩দিন ব্যাপী ৯ম কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বার্ড অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্মানিত সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার। মেলায় বার্ডের প্রকল্পসমূহের সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

বিআরডিবি এর উপ-পরিচালকবৃন্দের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বিআরডিবি এর উপ-পচিালকবৃন্দের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড

গত ১১ জুন ২০১৯ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বিআরডিবি এর উপ-পরিচালকবৃন্দের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসানুল ইসলাম এনডিসি, পরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বার্ড এর অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান অতিথি বার্ড এর সোনালী অতীত তুলে ধরে বলেন, বার্ড হতে বিআরডিবি-র জন্ম।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী গত ১৩ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন বিআরডিবির ৩১ জন কর্মকর্তা। ৩দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন (যুগ্ম সচিব), পরিচালক (পরিকল্পনা), বিআরডিবি।

বার্ডে তথ্য সেবা সহকারীদের প্রশিক্ষণ

গত ০৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় তথ্য সেবা সহকারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস এবং জেন্ডার সমতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক (৫ম এবং ৬ষ্ঠ ব্যাচ) প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শারমিন আক্তার জাহান, উপ-পরিচালক ও (উপ-সচিব), তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। ১৫ দিন ব্যাপী তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টিতে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টির কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ড. মোঃ কামরুল হাসান, যুগ্ম -পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন) এবং জনাব নেওয়াজ আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম -পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বার্ড। কোর্স দু'টির সহযোগী কোর্স পরিচালক ও সহকারী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে বেগম সাইফুন নাহার, সহকারী পরিচালক এবং জনাব কাজী ফয়েজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

এছাড়া, গত ২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় তথ্য সেবা সহকারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস এবং জেন্ডার সমতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (ব্যাচ ৭ম এবং ৮ম) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জনাব এ, কে, এম শাহাবুদ্দিন (উপ সচিব), উপ-প্রকল্প পরিচালক (ট্রেনিং ও মনিটরিং), তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। সমাপনী অধিবেশনে

৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

তথ্য আপা প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

বার্ডের লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক বার্ড

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে গত ১১এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. আউশ ধানের বীজ বিতরণ এবং উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে গত ২৪ জুন ২০১৯ খ্রি. আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, বুড়িচং ও সদর দক্ষিণ উপজেলার ৬০০ জন সুফলভোগীকে উচ্চ ফলনশীল ব্রি-ধান ৪৮ জাতের মোট ৩,০০০ কেজি আউশ ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২১৬টি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন সৃজন করা হয়েছে এবং ৭,৮১৪ জন সুফলভোগী এ সকল সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। উক্ত বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রকল্প-পরিচালক ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, কুমিল্লা সদর দক্ষিণের বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব খোরশেদ

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ডে Aid Information Management System বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুন, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে Economic Relations Division, Ministry of Finance এর আয়োজনে "Aid Information Management System (AIMS) For Relevant Stakeholders" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল বাকী, যুগ্ম-সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মনোয়ার আহমেদ, সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ।

Basic Computer Application and ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য গত ১৬-২০ জুন এবং ২৩-২৭ জুন, ২০১৯ মেয়াদে Basic Computer Application and ICT বিষয়ক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

Aid Information Management System (AIMS) For Relevant Stakeholders শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড

Basic Computer Application and ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড

স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত বার্ডের অনুষদ সদস্যবৃন্দ

গত ১৯জুন ২০১৯ বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বার্ডের উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এবং অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ।

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

গত ১২জুন ২০১৯ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির ময়নামতি মিলনায়তনে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প (আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ) এর প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার, মহাপরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম সারওয়ার, চেয়ারম্যান (সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদ), এডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম টুটুল, চেয়ারম্যান (আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ) ও জনাব আখলাক হায়দার, চেয়ারম্যান (বুড়িচং উপজেলা পরিষদ)। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ এবং লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীগণ।

ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ৩০মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের জন্য আয়োজিত ৪৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ড- এর জ্যেষ্ঠতম পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), ড. কামরুল আহসান। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন ইউনিয়ন পরিষদের ৩৭ জন সচিব। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, উন্নত রাষ্ট্র গঠনে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত

৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

ইউনিয়ন পরিষদ সচিবগণের জন্য আয়োজিত ৪৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), বার্ড

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও লালমাই ময়নামতি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও লালমাই ময়নামতি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য (এমপি), সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আকবর হোসেন এবং বার্ডের মহাপরিচালক ড.এম. মিজানুর রহমান

গত ২৮মে ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বার্ডের আওতাভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও লালমাই ময়নামতি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্স এ উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য (এমপি), সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আকবর হোসেন এবং বার্ড অংশে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড.এম. মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও লালমাই ময়নামতি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীগণ।

১৪২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত

গত ২৩ মে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ১৪২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ মার্চ থেকে ২৩মে, ২০১৯ মেয়াদী এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার এবং বার্ডের নবনিযুক্ত ৪ জন অনুষদ সদস্যসহ মোট ৩১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান। ১৪২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. আবদুল করিম, যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা), বার্ড। তিনি কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় ডিজি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ডাঃ সুস্মিতা রায়। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের। এ কোর্সের কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব নেওয়াজ আহমদ চৌধুরী। সহকারী কোর্স পরিচালক হিসেবে ছিলেন বার্ডের উপ-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন) জনাব মোঃ আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

রিসার্চ মেথডলজি ফর সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ১৯ মে ২০১৯ তারিখে বার্ড এবং এটুআই প্রোগ্রাম এর উদ্যোগে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে রিসার্চ মেথডলজি ফর সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড.এম. মিজানুর রহমান।

১৪২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রশিক্ষাণার্থীকে সনদপত্র বিতরণ করেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), বার্ড

রিসার্চ মেথডলজি ফর সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনাব মো: কামাল উদ্দিন তালুকদার, সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠিত

নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. এম. মিজানুর রহমান, মহাপরিচালক, বার্ড

গত ২ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান। সভাপতির বক্তৃতায় বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং গাজীপুর মহানগরকে অধিকতর বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে তিনি কাউন্সিলরগণকে আহবান জানান। ২৮ এপ্রিল - ০২ মে, ৫দিন ব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৯ জন কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডে স্ব-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

গত ২০ জুন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে Climate Change Issues and Its Adaptation প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬-২০ জুন, ২০১৯ মেয়াদী এ প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের, যুগ্ম-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব নেওয়াজ আহমদ চৌধুরী এবং সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) জনাব মোঃ বাবু হোসেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ২৭জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদযাপন উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল বর্ষবরণ ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বয়সের দর্শণার্থীদের পদচারণায় মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত ও বর্ণিল হয়ে উঠে। এদের মধ্যে ছিল বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ও স্থানীয় বাসিন্দা, বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। মেলার মূল আকর্ষণ ছিল ঘরে তৈরি খাবার, হস্ত শিল্প ও সৌখিন দ্রব্যাদির স্টল। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে দিনের প্রথম ভাগে বার্ডের আম্রকাননে একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বার্ডের অনুষদ সদস্যগণ ও পরিবারবর্গ, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বার্ড অনুষদ পরিষদ ও অফিসার্স এসোসিয়েসন -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

আলম খোকা। এছাড়া, আদর্শ সদর, বুড়িচং ও সদর দক্ষিণ উপজেলার ১০০০ জন সুফলভোগীকে ব্রি-ধান ৪৯, ব্রি-ধান ৭২ ও বিনা ধান ৭ জাতের মোট ৫,০০০ কেজি আমন ধানের বীজ বিতরণ করা হয়।

উন্নত জাতের মুরগি পালনের লক্ষ্যে ২১তম ধাপে ২,৯০০টি মুরগির বাচ্চা ১১৬ জন সুফলভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩,০৫১ জন সুফলভোগীর মাঝে ৭৬,২৭৫টি সোনালী ও ফাউমি জাতের মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।

Climate Change Issues and Its Adaptation- প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী

বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (এপ্রিল-জুন ২০১৯)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। বার্ড বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া, বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। বার্ডের এপ্রিল - জুন ২০১৯ সময়ে বার্ডে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি দলের সফরের আওতায় TICA-র উদ্যোগে গত ১৮-১৯ জুন ২০১৯ মেয়াদে Servey Visit অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ১৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় গত ২৫ মার্চ -২৩ মে মেয়াদে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য (১৪২তম) বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩১ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। গত ০২ -৩১ মে মেয়াদে বার্ডে ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৪৯তম ব্যাচ) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের স্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ-এর আওতায় বার্ড ও ইএএলজি-র উদ্যোগে ৩০-০১ এপ্রিল Rearch Methodology for EALG Researchers বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ১২ জন অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৬-২০ জুন কৃষি ও পরিবেশ বিভাগ কর্তৃক Climate Change Issues and its Adaptation বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক ও বিভিন্ন ব্যাচে মাছ চাষ, হাঁস মুরগী পালন, উদ্যান নার্সারি, ফল চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে মোট ১৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে তথ্য সেবা সহকারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস এবং জেন্ডার সমতা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক (ব্যাচ-৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম) প্রশিক্ষণ ০৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে গত ২৮ এপ্রিল -০২ মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও আইন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। বিআরডিবি-র উদ্যোগে গত ১১-১৩ জুন বিআরডিবি এর উপ-পরিচালকবৃন্দের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩১ জন অংশগ্রহণ করেন।

সংযুক্তি কর্মসূচির আওতায় গত ০৬-০৯ মে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনার (বিইউপি)-র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংযুক্তি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৩২জন অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল কর্মসূচিতে মোট ১০০জন অংশগ্রহণ করেন।

গত ০৩-০৪মে এবং ১৭-২১মে ২০১৯ বার্ড -এর উদ্যোগে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

গত ১২জুন লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প (আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ) এর উদ্যোগে উক্ত প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ১৬৮জন অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৪-১৫মে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী-র কর্মকর্তাগণের জন্য বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৯৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডের চলমান প্রকল্পের অওতায় লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মাশরুম চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন, কেঁচো সার উৎপাদন, বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে মোট ৩৮৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য গত ১৬-২০ জুন এবং ২৩-২৭ জুন, ২০১৯ মেয়াদে Basic Computer Application and ICT (ব্যাচ-১ম ও ২য়) বিষয়ক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য গত ২৩ এপ্রিল-২১ মে এবং ১৭-১৯ জুন, ২০১৯ মেয়াদে নারী সমবায়ীদের কৃষিজ, হাঁস মুরগী, মাছ ও দুধ ইত্যাদি উৎপাদন এবং পার্লারিং দক্ষতা উন্নয়ন ও নারীদের আত্ম পরিচর্যা শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং অধিকার সুরক্ষা অগ্রসর আইন শিক্ষা বিষয়ক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মোট ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ড প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধি দল থাইল্যান্ডের স্বনির্ভর গ্রাম দর্শন বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে কুমিল্লার ০৩টি গ্রামে মতবিনিময় ও সমীক্ষা পরিচালনা করেন। বার্ডের মহাপরিচালক বলেন, থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের এই পরিদর্শন অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে কুমিল্লা অঞ্চলে থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির স্বনির্ভর গ্রাম প্রকল্পের বিস্তৃতি ঘটবে যা দারিদ্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রতিনিধি দল মতবিনিময় শেষে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের উৎপাদিত কেঁচো কম্পোস্ট ইউনিটসহ অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ড এবং বিজয়পুর মৃৎশিল্প পরিদর্শন করেন।

বার্ডে তথ্য সেবা

৩য় পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্ব করেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টিতে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টিতে কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ড. মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা), বার্ড এবং জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, যুগ্ম পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড। কোর্স দু'টিতে সহযোগী কোর্স পরিচালক ও সহকারী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব আযমা মাহমুদা, সহকারী পরিচালক, বার্ড এবং জনাব মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় Millennium Development Goals এর আলোকে বার্ড যেমন গবেষণা পরিচালনা করেছে তেমনিভাবে সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

১. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages

২. কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়

৩. Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh

৪. Changing Trend of Rural Economy and Livelihoods of a Typical Village of Cumilla

৫. State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh

৬. Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities

৭. Engaging Community for Commercial Endeavour through Community Enterprise: Process, Problems and Prospects

বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

এছাড়া বর্তমানে বার্ড আরও ১১ (এগারো) টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলমান গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

১. Education Safety Nets in Bangladesh: A Snapshot on Elite Capture

২. Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project

৩. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh

৪. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages

৫. Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production

৬. Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh

৭. Interrelation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security

৮. Strengthening Comprehensive Village Development Programme (CVDP): Experiences, Rural Changes and Outline of Institutional Sustainability

৯. Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development

১০. Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages

১১. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government

সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh

২. Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh

৩. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh

৪. Lives and Hopes of the People of Former Enclaves inside Bangladesh: A Search for National Development and Integrity

৫. Paradox and Dynamics of Women Leadership at the Grassroots Based Local Government: The Case of Union Parishad in Bangladesh

৬. Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and Replication

৭. Amar Bari Amar Khamar Project: Challenges and Potentialities

৮. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh

ইউনিয়ন পরিষদ সচিব

৫ম পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, সচিবগণ সরাসরি নাগরিক সেবায় নিয়োজিত। তিনি দেশের উন্নয়নে উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করণের জন্য বদ্ধপরিকর হতে আহবান জানান। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আবদুল কাদের ও কোর্স সমন্বয়ক সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বেগম সাইফুন নাহার। এ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক (উন্নয়ন যোগাযোগ), বেগম আইরীন পারভিন। এ কোর্সের সহকারী কোর্স পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন বার্ডের সহকারী পরিচালক,কাজী ফয়েজ আহমেদ।

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (এপ্রিল - জুন, ২০১৯)

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং) ৮টি ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রাম।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০

প্রকল্পের বাজেট (বার্ড অংশ) ঃ ৫০৫৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ;
২. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
৭. প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের মূল্যায়ন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি, সদস্যভুক্তি ও ডাটাবেইস তৈরী
২. ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পুঁজি গঠন করা
৩. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম
৪. নার্সারি স্থাপন
৫. মৌমাছি পালন
৬. গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন এবং মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব পুরুষ ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধি করা
৭. আধুনিক ধান, সবজির বীজ ও চারা সরবরাহের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা
৮. বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
৯. আধুনিক জাতের ফল চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ পুষ্টি উন্নয়ন
১০. জৈব প্রযুক্তি তথা মাটির উর্বরতা বজায় রাখা, ভার্মি কম্পোস্ট/কুইক কম্পোস্টের মাধ্যমে উর্বরতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- ০৮টি সহ মোট ২২৪টি সংগঠন সৃজন করা হয়েছে।
- ৫৭৫ জনসহ সর্বমোট ৮৩৮৯ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ৩৯,৬৩,১০০/- টাকাসহ সর্বমোট ১,৯৫,৩২,২০০/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৪৮,৩৪২ কেজি কেঁচো সার বিক্রি ও জমিতে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ৬৬৭ কেজি কেঁচো বিক্রি করা হয়েছে।
- মাশরুম চাষ, কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন, সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং নার্সারি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১৩টি ব্যাচে ৩৯০ জনসহ সর্বমোট ১৮১টি ব্যাচে ৫,৩৭৫ জন সুফলভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- ৫২২ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৩,০৫০টি মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৫ কেজি করে মোট ৫,০০০ কেজি আমন বীজ এবং ৬০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩,০০০ কেজি আউশ ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ১০,০০০/- টাকা করে ১০,৪০,০০০/- টাকা ঋণ বিরতণ করা হয়েছে।
- বিশষ অনুদান হিসেবে ৪০০ জন সুফলভোগীর মাঝে ২৫,০০০/- টাকা করে ১,০০,০০,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিরতণ করা হয়েছে
- ৩৯৪ জনকে ২১,১৫,০০০/- মাসিক সম্মানি দেয়া হয়েছে।
- ২৪ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ৫,৭৫,১৭,০০০/- টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ৫,৭২,৬৭,০০০/- টাকা।

২। বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

প্রকল্পের বাজেট ঃ ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;
(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;
(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;
(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;
(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ;
(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাস রুম নির্মাণ কাজের ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সুইমিং পুলের ব্রিক ওয়াল, জাকুজি, টাইলস এর কাজ চলমান রয়েছে।
- হোস্টেল নির্মাণ কাজের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- স্কুল নির্মাণ কাজের গ্রেড বীম, কলাম ও ১ম তলার ছাদ ঢাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। সফ্টওয়্যার ফার্মের সার্ভিস ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ১১,৩৬,৩৫,৩৯৫/- টাকা।

৩। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১

বাজেট : ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. সদস্য অন্তর্ভুক্তি
২. উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ
৩. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি
৪. সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ
৫. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন
৬. অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মস্থান কার্যক্রম গ্রহণ
৭. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং
৮. মাসিক যৌথ সভা

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• প্রজেক্ট পারসোনেলদের ৪ দিবসব্যাপী সিভিডিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এপ্রিল ২০১৯ সময়ে বার্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এতে সকল সহকারী প্রকল্প পরিচালক (৩৫টি উপজেলার ৩৫ জন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও সিভিডিপি বার্ড অংশের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন)।

• নতুন ১৯টি উপজেলার ১১৪০টি নতুন গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে এবং গ্রামজরীপের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

• গ্রাম জরীপের জন্য প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রিন্ট সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে ৯টি (প্রথম পর্যায়) উপজেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রাম জরীপের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবহিতকরণ কর্মশালা শুরু হয়েছে।

• পুরাতন উপজেলাসমূহের মাসিক যৌথ সভা এবং ই-প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে।

• ২০১৮-২০১৯ এর বাজেট বরাদ্দ ছিল ২,৬১,৯৮,০০০/- এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ২,৪২,৪২,৪০০/- টাকা।

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।

প্রকল্পের বাজেট : ৬.৫০ লক্ষ টাকা (২০১৮-২০১৯)

অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০

প্রকল্পে উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী লাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

• মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৭২৯ জন এবং তাদের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩,৫০৬টি।

• মোট পুঁজি ৫৮,৭২,৬৫৭/- টাকা।

• মোট শেয়ার জমা হয়েছে ৩,৫২,২০০/- টাকা।

• সুবিধাভোগীদের জন্য 'বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন ও আইসিটি' বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে।

• ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ৬.৫০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ৬.৫০ লক্ষ টাকা।

২। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম

প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নের উৎস ঃ বার্ড রাজস্ব খাত

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভুক্তি ও অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

• মোট সদস্যভুক্তি ১০৯৬ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯১৮টি।

• ৬টি নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২৭১ জন সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৭৭৭টি পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ১৯,২৯২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

• সদস্যাদের নিকট হতে সঞ্চয় ১,৬৩,১২৫/- টাকা এবং শেয়ার ৩৮,৫৯০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট সঞ্চয় ৬৩,২৩,৬৬৮/- এবং শেয়ার ২৭,৯৮,৪১৮/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

• দু'টি সংগঠনের ৩১ জন সদস্যেকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ৩,৯০,০০০/-। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৬৫৮ জনকে ২,০০,৯১,৬০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

• সদস্যাদের নিকট হতে ঋণ আদায় করা হয়েছে ৩,২৬,১০০/- টাকা। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১,৯৯,২৬,২৭৫/- টাকা।

• নারীদের আত্মপরিচর্যা, শিক্ষাদান, প্রজনন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন, অধিকার সুরক্ষায় অগ্রগতি ও আইনি শিক্ষা এবং নারী সমবায়ীদের কৃষিজ ও পার্লারিং দক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ে ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

• ০৩টি মহিলা সংগঠনে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়েছে।

• ০৬টি মহিলা সংগঠনে বিশেষ গ্রাম সভা করা হয়েছে।

• ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ৪,৮৭,৬০০/- টাকা

৩। পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯

প্রকল্পের বাজেট ঃ ১.৫০ লক্ষ টাকা (২০১৮-২০১৯)

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

• ইউপি সফটওয়্যার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

• প্রকল্পের কার্যক্রম আরো দু'টি উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

• ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ১.৫০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ১.৫০ লক্ষ টাকা

৪। বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ ও ছাগাল খামার প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯
প্রকল্পের বাজেট ঃ ১৪.১২ লক্ষ টাকা (২০১৮-২০১৯)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
(১) গরু ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গরু ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাঝে এবং ক্যাফেটেরিয়ায় ১২৪৬.৫০ কেজি দুধ ৭৪,৭৯০/- টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
- ছাগল উন্নয়ন কেন্দ্র, টিলাগড়, সিলেট হতে ০৮টি ছাগল ক্রয় করা হয়েছে এবং ৪টি ছাগিকে প্রাকৃতিক প্রজনন করা হয়েছে।
- খামারের একটি ষাড় গরু ১,৬৬,৬২৫/- টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের প্রশিক্ষণারর্থীদের আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- নতুন ঘাসের প্লটে পাকচং ও জার্মান ঘাস লাগানো হয়েছে। উৎপাদিত ঘাস কর্তন করা হয়েছে।

৫। বার্ড প্রদর্শনী পোল্ট্রি খামার প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৮ জুন ২০১৯
বাজেট ঃ ৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
১. আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়সমূহ প্রদর্শন।
২. গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. প্রাণিসম্পদ খাতে বার্ডের গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রায়োগিক গবেষণা কর্মের সম্প্রসারণ।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
- নতুন মুরগি তোলার জন্য মুরগির ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে এবং অন্যান্য জীবনিরাপত্তার কাজ চলছে।
- কল্যাণ ইনকিউবেটর এর মাধ্যমে বাচ্চা ফোটানোর জন্য হাঁস, মুরগি ডিম বসানো হয়েছে এবং ইনকিউবেটরে কার্যকারীতা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইনকিউবেটরটি গ্রাম পর্যায়ে উপর্যুক্ত প্রযুক্তি হিসাবে মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ৪.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ২,০৫,১৩৬/- টাকা।

৬। মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০১৯
বাজেট ঃ ১.৫৯ লক্ষ টাকা (২০১৮-২০১৯)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা
৩. মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
- ১২টি মাচায় মাশরুম চাষ করা হয়েছে।
- ৫০০০টি স্পন তৈরি করা হয়েছে।
- প্রায় ৭ কেজি মাশরুম উৎপাদন করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট ১.৫৯ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয়ঃ ১.৫৯ লক্ষ টাকা।

৭। বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প
প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯
বাজেট ঃ ৬.০০ লক্ষ টাকা (২০১৮-২০১৯)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা
৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
- রুই ও মৃগেল জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করা হয়েছে।
- মাছের জন্য খাদ্য ক্রয় করা হয়েছে এবং উক্ত খাদ্য পুকুরে নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে।
- লালন পুকুরে পোনা চাষ করা হয়েছে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।
- খামারের মাছ আহরণের জন্য জাল ক্রয় করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মোট বাজেট ৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ৬.০০ লক্ষ টাকা।

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ আয়োজন

লাইভলিহুড প্রকল্পে সুফলভোগীদের বাৎসরিক মুনাফা বিতরণ অনুষ্ঠান

কর্মসংস্থানে শালমানপুর সংগঠনের তাহমিনা বেগমের সফলতা

ফরিদা ইয়াসমিন, সহকারী পরিচালক, পল্লী সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বার্ড

কর্মসংস্থান তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তারা। পূর্বে পরিবারে সাংসারিক কাজ ছাড়া আয় বৃদ্ধিমূলক অন্য কাজে তাদের সম্পৃক্ততা ছিলনা। আজ তারাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তা হিসেবে। অন্যের কর্মসংস্থান তৈরী করছেন। পরিবার ও সমাজে সম্মানীত নারী হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকছেন। বার্ডের রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সফলতা এসেছে।

প্রকল্পভুক্ত সদর দক্ষিণ উপজেলার শালমানপুর এলাকা ঘুরে দেখা গেছে এ চিত্র। গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্পটি কুমিল্লা সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ২৪টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে নারীদের নেতৃত্বের উন্নয়নে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, ক্ষমতায়ন ও জীবন জীবিকা উপযোগী লাগসই প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে পুঁজি গঠন, উদ্যোক্তা সৃজন, আয় উৎপাদন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মার্কেট লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান। গৃহ, পরিবার এবং কম্যুনিটি পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য ও নির্যাতন প্রতিরোধ, অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা, নিরাপদ মাতৃত্ব লাভ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পরিসেবা প্রাপ্তিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যায়ন ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার মশিআপুউ প্রকল্পভুক্ত শালমানপুর মহিলা সংগঠনের ম্যানেজার তাহমিনা বেগমের একসময় অভাব অনটনের সংসারে কষ্ট করে দিনযাপন করতে হতো। তার স্বামী মো: সেলিম জাহাঙ্গীর। ১৬ বছর সৌদি আরবের একটি চকলেট কোম্পানীতে কাজ করার পর ১৯৯৯ সালে তার স্বামী দেশে ফিরে এসে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। মালের ডিপো দেয়ার নাম করে ডিলার কোম্পানী তার স্বামীর খাটানো ৪০ লাখ টাকা মার দিয়ে দেয়, ফলে পরিবারটি পুঁজি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। ১ ছেলে ১ মেয়ে নিয়ে তাহমিনা বেগমের সংসার। ২০০৫ সালে তাহমিনা বেগম সংগঠনের সদস্য হওয়ার পর থেকে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে কিছু পুঁজি গঠন করেন। পরবর্তীতে সমিতির জমানো টাকা থেকে ঋণ নিয়ে তার স্বামীকে দেন এবং তার স্বামী পুনরায় ব্যবসা শুরু করেন। এবারও ব্যবসায় লোকসান হয়। ফলে ব্যবসায় পুঁজি হারিয়ে পুনরায় পরিবারটি দুর্যোগে পড়ে যায়।

এক্ষেত্রে তাহমিনা স্বামীকে সাহস দেয়ার পাশাপাশি নিজে কিছু করার জন্য প্রত্যয়ী হয়ে উঠেন। জমি জমা থেকে যে আয় আসতো তা দিয়ে কোন রকমে দিন চালাতেন। এ অবস্থায় প্রকল্পের সাহায়তায় বার্ডে আয়োজিত "নারীদের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তা তৈরী এবং গার্মেন্টস ডিজাইন ও নকশা মেকিং কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক ১০ দিনের একটি প্রশিক্ষণে তিনি অংশ নেন। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি ব্লক ও বাটিকের কাজটি ভালভাবে আয়ত্ত করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি তার পাশের বাড়ির বোন ও মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়িতে কাজ করা শুরু করেন। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে তিনি দেখলেন রং ঠিকভাবে কাপড়ে বসছে না, ব্লকের রং মিশানো ঠিকভাবে হচ্ছে না। এরপর তিনি প্রশিক্ষণের সময় যে অতিথি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন (কুমিল্লা খাদি ঘরের প্রধান কারিগর হাসেম মিয়া) তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তার কাছ থেকে ব্লকের রং মিশানো থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজগুলো হাতে কলমে আরো ভালোভাবে শিখে নেন। এরপর আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তিনি পুঁজি খাটিয়ে কাজটি সীমিতভাবে করতে থাকেন। এতে আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দারা প্রথমে তার কাছ থেকে কিনতে শুরু করে। মাত্র কয়েক মাসে তার কাজটি এলাকায় সাড়া জাগিয়ে তোলে। এরপর তিনি শুধু ব্লকের কাজে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজের উদ্যোগে বাড়তি কিছু করার উদ্দেশ্যে হ্যান্ড প্রিন্ট এবং ব্রাস ও তুলির কাজ করতে থাকেন এবং তাতেই বেশ সাড়া পেতে থাকেন। চাহিদার ব্যাপকতা দেখে তিনি তার এলাকার ০২ জন কর্মী নিয়োগ দেন যারা তাহমিনার কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। কর্মীদের তিনি কাপড় সেলাই করা এবং ব্লক ও বাটিক কাজ করার পরিমাণের উপর পিস হিসেবে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বেতন দিয়ে থাকেন।

তাহমিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নিরলস শ্রম ও কর্মে লেগে থাকার ফলে এখন তারা বেশ ভালভাবে দিনাতিপাত করছেন। তার ছেলে কোটবাড়িস্থ গর্ভমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে পড়ে এবং তার মেয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স পড়ছে। তিনি বাচ্চাদের পড়ালেখার খরচ চালানোর পাশাপাশি স্বামীর ঋণগুলোও পরিশোধ করেছেন। শালমানপুর গ্রামের পাশেই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখান থেকে মেয়েরা এসে তার কাছ থেকে থ্রিপিছ কিনে নিয়ে যায়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যায়ের মেয়েরা তাদের চাহিদামত ব্লক প্রিন্টের অর্ডার দেয়ার প্রেক্ষিতে তাহমিনা তাদের সে ধরনের কাজ করে দিয়ে থাকে। প্রকল্পের বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন (এপিসি) উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় শালমানপুর সংগঠন কর্তৃক প্রদর্শিত স্টলটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল এবং তিনি উদ্যোক্তা হিসেবেও পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি তার পাশের ঘরটিকে বর্তমানে কারখানা হিসেবে ব্যবহার করছেন। সেখানে তিনি এসব কাজের পাশাপাশি থান কাপড়, প্রিন্টের কাপড়, বাটিক থ্রি-পিস ইত্যাদিও বিক্রি করে থাকেন। শালমানপুরসহ আশেপাশের গ্রামে তার "তাহমিনা বুটিকস" হাউজটি বেশ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে তাহমিনা প্রতি মাসে সব খরচ বাদ দিয়ে বার হাজার থেকে পনের হাজার টাকা আয় করছেন।

মশিআপুউ প্রকল্পের বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন (এপিসি) উপলক্ষে আয়োজিত পণ্য প্রদর্শনী মেলায় শালমানপুর সংগঠন কর্তৃক প্রদর্শীত স্টল পরিদর্শন করেন বার্ডের মহাপরিচালক ড. এম. মিজানুর রহমান

পুষ্টি চাহিদা পূরণে উন্নত জাতের ফল বাগান ঃ লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের একটি বিশেষ উদ্যোগ

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

ফলের দেশ-বাংলাদেশ। আমাদের দেশে প্রায় ৭০ রকমের ফল জন্মে। দেশি ফলগুলো রঙে, রসে, স্বাদে অনন্য। ফল আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব জাতির সৃষ্টি ও বিকাশের সাথে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। আদিমকালে মানুষকে ফলমুল আহরণ ও ভক্ষণ করেই বাঁচতে হয়েছে। প্রকৃতিতে যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার মধ্যে ফল বেশি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু। এর মধ্যে রয়েছে মানব দেহের প্রয়োজনীয়তাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল পুষ্টি উপাদান। ফল বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎস। সুস্থ, সবল জাতি গঠনে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ফল আর্য়ুবেদী চিকিৎসায় ও ভেষজ ঔষধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া, কিছু কিছু ফল সরাসরি রোগ নিরাময়ে এবং রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুষ্টি উপাদান ও ঔষধি গুণাগুণ ছাড়াও ফলে এমন কিছু জৈব এসিড ও এনজাইম আছে যা আমাদের হজমে সহায়তা করে। উচ্চ ফলনশীল জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশীয় ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আপামর মানুষের পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হতে হবে।

দেশে ফলের উৎপাদন বর্তমানে ৩৫ লক্ষ টন, যা অদূর ভবিষ্যতে ৪৭ লক্ষ টনে উন্নীত করা হবে। বাংলাদেশে প্রচলিত ফলের মধ্যে কলা, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, বাতাবীলেবু, লিচু, কুল এবং নারিকেল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কামরাঙ্গা, লটকন, সাতকরা, তৈকর, আতা, শরীফা, জলপাই, বেল, আমড়া, কদবেল, আমলকি, জাম, সফেদা, জামরুল, গোলাপজাম ইত্যাদি অপ্রচলিত ফল। বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক ফলের প্রাপ্যতা মাত্র ৩৫ গ্রাম যা পুষ্টি বিজ্ঞানীদের সুপারিশকৃত ন্যূনতম চাহিদা মাত্রার (৮৫ গ্রাম) মাত্র ৪১ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার ৬৮টি গ্রামের ৫০০০ জন সুফলভোগীকে ফলের বাগান স্থাপনের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং সুফলভোগীদের জমিতে ফলের বাগান স্থাপনে উন্নত জাতের বিভিন্ন ধরনের দ্রুত ফলনশীল ফলের চারা বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৪ জন সুফলভোগীর মাঝে উন্নত জাতের ২১৪টি ফলের বাগান স্থাপনের জন্য আম্রপালি, ল্যাংড়া, হাড়িভাঙ্গা/বাউ আম-১৪, বাউ আম-৬,৮; বাউ পেয়ারা-৫,৯; বাউ মাল্টা-১; বাউ সফেদা-১,২; বাউ লিচু-৩/বোম্বাই লিচু সমৃদ্ধ ১০,৩৯০টি ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে এবং সংগঠনের ২,৩২৬ জন সুফলভোগীদের বাড়ীর আঙ্গিনায় রোপনের জন্য মোট ১৫,৬৪৬টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে অল্প জমিতে অধিক সংখ্যাক চারা লাগানোর জন্য ষঢ়ভূজাকার পদ্ধতিতে লেআউট করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে এ পদ্ধতিতে ১৫% গাছের চারা বেশি লাগানো যায়। ফল চাষের গুরুত্ব, সঠিক পদ্ধতিতে ফল বাগান স্থাপন, গাছের পরিচর্যা, ফল গাছে সার ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বার্ডে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৬০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ফলের বাগান স্থাপনের জন্য তাত্ত্বিক সেশনের পাশাপাশি সুফলভোগীদেরকে হাতে-কলমে বার্ড ক্যাম্পাসে স্থাপিত নার্সারী বাগানে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রত্যেক সুফলভোগীকে ফল চাষের উপর ফল চাষ ম্যানুয়াল প্রদান করা হচ্ছে যাতে সুফলভোগীগণ ফল চাষ ও ফল বাগান স্থাপনের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ফলে প্রশিক্ষণ শেষে সুফলভোগীগণ উন্নত জাতের ফল বাগান স্থাপনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করছেন যা উন্নত জাতের ফল বাগান স্থাপনের মাধ্যমে মানব দেহে পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সঠিক পদ্ধতিতে একটি আদর্শ উন্নত জাতের ফল বাগান স্থাপন করতে পারলে সুফলভোগীগণ দেশীয় ফলের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে ফলজ চারা বিতরণ

নাসরিন সুলতানা লাভলী ও তার স্বামীর "আমার বাড়ি আমার খামার": বহুমুখী কৃষি খামারের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, লালমাই-ময়নামতি প্রকল্প

নাসরিন সুলতানা লাভলী আদর্শ সদর উপজেলার কালীরবাজার ইউনিয়নের উত্তর কাছার গ্রামের অধিবাসী। তার বয়স ২৫ বছর ও দুই সন্তানের জননী। বড়টি কন্যা সন্তান, যার বয়স ছয় বছর। ছোটটি পুত্র সন্তান, যার বয়স মাত্র চার মাস। তিনি একজন গৃহিণী। স্বামী জনাব কামরুল হাসান রুবেল। ২১ নভেম্বর ২০১৭খ্রিঃ তারিখে লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্টের উত্তর কাছার (দক্ষিণ) গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। গ্রামোন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের সম্মতিক্রমে তিনি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সংগঠনে বর্তমানে তার নিজস্ব সঞ্চয় আমানত দাঁড়িয়েছে তিন হাজার চারশত টাকা, একই সাথে তার তহবিলে সরকারি সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে তিন হাজার টাকা অর্থাৎ তার নামের বিপরীতে মোট ছয় হাজার চারশত টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা হয়েছে।

তার স্বামী জনাব কামরুল হাসান রুবেল একজন প্রবাসী ছিলেন। কিন্তু প্রবাসে থাকা অবস্থায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেখানে তিনি যে পরিশ্রম করেন, সে শ্রম যদি নিজ দেশে দেয়া যেত, তাহলে দেশে পরিবার পরিজনের সাথে থেকেই তার চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করা সম্ভব। তিনি তার স্ত্রী নাসরিন সুলতানা লাভলী'র সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। স্ত্রী নাসরিন সুলতানা তৎক্ষণাৎ তার এ ভাবনার সাথে একমত পোষণ করেন এবং দেশে ফিরে কৃষি খামার করা হলে তিনি নিজেও তাতে শ্রম দিবেন। এমন ভাবনা থেকে তিনি ২০১৫ সালে দেশে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একত্রে কৃষি কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুরগীর খামার শুরু করেন। প্রথম ধাপে তিনি ১,১০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে ৮০০টি মুরগির বাচ্চা দিয়ে ব্রয়লার খামার করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে পরিশ্রম করে খামার থেকে তিনি ২০ হাজার টাকা আয় করেন। খামারের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় আরো ১০০০ টি মুরগি দিয়ে ব্রয়লার খামার স্থাপন করেন এবং সাথে ২টি গরু ক্রয় করেন। এই খামার থেকে তিনি ২৫ হাজার টাকা আয় করেন। একই সাথে গরুর খামারে গরুর সংখ্যা বাড়াতে থাকেন।

নাসরিন সুলতানা লাভলী ও তার স্বামীর গরুর খামার ও কেঁচো কম্পোস্ট ইউনিট

এভাবে দুজনে মিলে কৃষিখাতে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ করে দিন দিন উপার্জন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং উৎসাহিত হয়ে তিনি তার বাড়িটিকে একটি বহুমুখী আদর্শ কৃষি খামারে রূপান্তরিত করেন। বর্তমানে তার গরুর খামারে ৬টি গরু আছে এবং ৩টি গরু অন্য কৃষকের নিকট বর্গা দিয়েছেন। তার খামারে ইতোমধ্যে ২টি ছাগলও সংযোজন করেছেন। তিনি গরুর খাবারের জন্য উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করছেন। তিনি গরু ও মুরগির খামারের পাশাপাশি কবুতরও পালন শুরু করেছেন। বর্তমানে তার ৬ জোড়া কবুতর, ৪টি রাজহাঁস, ৩টি রাজহাঁসের বাচ্চা এবং ১০টি দেশী মুরগি আছে। তিনি লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট থেকে একটি ভার্মিকম্পোস্ট (কেচোঁসার) উৎপাদন ইউনিট পেয়েছেন। একই সাথে সংগঠনের অন্য তিনজন সদস্যের কেঁচোসার উৎপাদন ইউনিট একসাথে স্থাপন করে তার গরুর গোবর ব্যবহার করে উন্নত মানের জৈবসার (কেঁচোসার) উৎপাদন করছেন। উৎপাদিত কেঁচোসার ফসলের জমিতে প্রয়োগের পর অতিরিক্ত সার এবং কেঁচো বিক্রির মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন। লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট হতে একটি মৌমাছির বাক্স পেয়েছে, বাগান তৈরীর জন্য উন্নত জাতের কলমের ৭৫টি ফলের চারা পেয়েছেন (বাউ আম-৬: ৬টি, বাউ আম-১৪: ৫টি, বাউ লিচু-৩: ৮টি, বাউ সবেদা-৩: ৬টি, বাউ কুল-২: ২টি, বাউ পেয়ারা-৪: ৪টি, বাউ লেবু-১: ৫টি, বাউ লেবু-২: ৬টি, বাউ মালটা-১: ৩টি, বাউ ড্রাগন-১: ৮টি, হড়িভাঙ্গা আম: ৫টি, আম্রপালি আম: ৫টি, বারি আম-৪: ৫টি)। যেগুলো তিনি ২০ শতক জমিতে রোপণ করেছেন। প্রতিটি চারার গোড়ায় ভার্মিকম্পোস্ট ইউনিট থেকে প্রাপ্ত কেঁচোসার প্রয়োগ করছেন।

এসব কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে তার পরিবার গড়ে প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় করছেন। তারা ভালো উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছেন। তারা মনে করেন কৃষি কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বেশী পরিমাণে পুঁজির প্রয়োজন। তারা মনে করেন আর কিছু পুঁজির ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এসব আয়বর্ধক কর্মকান্ড আরো বেগবান করতে পারবেন। লালমাই-ময়নামতি কম্পোনেন্ট থেকে তারা ঋণ পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন। তাদের এরূপ বহুমুখী কৃষি খামার গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে গড়ে তোলা সম্ভব হলে দ্রুতই দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হবে।

নাসরিন সুলতানা লাভলী ও তার স্বামীর হাঁস-মুরগী ও কবুতরের খামার

বার্ডে বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্পের স্কুল ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন

ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোগে আয়োজিত ১ম মেস নাইটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সিভিডিপি প্রকল্পের আওতাধীন দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির যৌথ সভা

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. এম. মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক, বার্ড

সম্পাদক
ড. আবদুল করিম
যুগ্ম পরিচালক (গবেষণা), বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
বেগম আফরীন খান
উপ-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন), বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাস্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : ০৮১-৬০৬০১-৬, ৬৫০১১, ৬৫০৭০
ফ্যাক্স : ০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST